তিনটি কবিতা - তাহের ম. শায়েখ

চাঁদের সৌন্দর্য দেখালে না দূরত্বের পরিমাপ

পরস্পর বেড়িয়ে আসে পথ পদ-চিহ্ন-হীন
মরু-পথ-ভ্রান্তের সমতৃষ্ণায় ছুটে গেলে
নিষ্পলক চোখে জাগে পরিপূর্ণ চাঁদের যুবতী আলো ।
পার্থক্য কোথাও পাওয়া গেলো না
বড্ড কাঁচা হিসেবে তাই খুঁজিনি জীবনের পরিমাপ
ব্যালকনির আলো-ছায়ায় অপরূপ
শব্দ-বিরহ জ্যোৎস্না হয়ে শুয়ে থাকে
নিশাচর এক পাখি উড়ে গেলে;

কাঁপা কাঁপা আঙ্গুলে ছুঁয়েছিলে কি তুমি?
নড়ে উঠে পাজরের ভূমি!

শান্তির ঘরে সরল মুখোশে কুটিল খেলা করে;
একদিন অনাহুতের দস্যুতা গ্রাস করবে এই
আলো-ছায়া অপরূপ, শব্দ-বিরহ জ্যোৎস্না
জনার্কীন উদ্যানে ক্রন্দন করে অন্তরে অন্তরে ।

কাল পুরুষের গল্প

মুখোমুখি অবশেষে কাল পুরুষ দ্ব্যর্থক,
কষ্ট-খচিত পোষাক ধূনে উড়ায় ধজ্বা বির্জীন
বিনিদ্র অন্তরালে রাজকীয় মেজাজে হেঁটে যায়
বিধস্ত সম্রাট জৌলসহীন ।

চাতুর্য্য করতলে রচিত হয় কুটস্তুতি অ-প্রেমে পান্ডুর ভ্রুণে,
দিন যায় শুশ্রুষাহীন,
নষ্টহাত চেপে ধরে শিকড় ঘাতক খেলা করে বিশ্বাসের বসনে

ইতস্ততঃ জড়ে পারমঙ্গতা দশদিকে ... ।

অথচ ছিল সুখ সুবর্ণ বেলা

চারিদিকে অশ্রুপাত বিথান শ্রাবন
প্রোষ্ঠশোক অসংবৃতে নিদারুন;
অভীক অঙ্কুর প্রতিসারী । প্রগলভ বিছুরা প্রবাহে -স্বদেশ স্বজন
অনাগত দিন ।

স্বয়ম্ভু আজন্ম এলোমেলো হা-হুতাশে
সততার লাশ পরে থাকে নিয়মের ঘরে
ক্ষয়ের প্লাবন কালের চোখে খেলা করে
মতাদর্শের শকুন
অথচ ছিল সুখ সুবর্ণ বেলা ।

মোহন কাঁটা প্রতিদিন আমার, কতদূর
নবোদয় বিক্ষুব্ধ সময়
চালচিত্র নির্লিপ্ত মধ্য দুপুর-
অভগ্ন বিশ্বাস কেঁপে কেঁপে উঠে, ক্ষরনে সাহসে
চোখ কুসুমে বিরান চর, বেদনার সুর
বাজে ভীষন, আর সে গর্বিত গ্রীবা বাকিয়ে হাসে ।
বিশ্বস্ত ভালবাসা হোক সশস্ত্র শাঁপলা-উদ্যান
বড় ক্লান্ত কষ্ট-ভুক প্রান
সময় ত্রস্ত্র ক্রোধের ত্রাসে... ।